সংবাদ
তারিখ 6 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বন্ধে কিছু প্রস্তাব

এম আরজু

পড়লাম। আমরা যারা দুর্নীতি করি না বা দুর্নীতি বুঝি না নিঃসন্দেহে দুদকের এ সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য সুখবর বটে। এ কথা সত্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। বিশেষ করে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে একেকটি দুর্নীতির আখড়া তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে দুই একটি দুর্নীতিমুক্ত থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দুর্নীতি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের অর্থ প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা আপ্যায়নের নামে যেভাবে খরচ করে তা হরিলুট বললেও ভুল হবে না। যেন পৈতৃক সম্পত্তি। আবার আপ্যায়নের নামে পাঁচশত টাকা খেয়ে এক হাজার টাকার ভাউচার লেখা যা খেয়েও লাভ, ভাউচারেও লাভ। এদিকে কোচিং ও টিউশনিতে ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করা হচ্ছে, ভর্তিতে দুর্নীতি হচ্ছে, নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে। টেন্ডার বিহীন প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে দুই টাকার জিনিস ক্রয় করে দুই হাজার টাকার ভাউচার বানাচ্ছে। সাদা ভাউচার তো দোকানিদের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়, এই আর কি। বন্ধু কয়েস খান বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে ইউরোপ থেকে অডিটর আমদানি করতে হবে। আমি কয়েস খানের মতো এভাবে না বলে শুধু বিশ্বাস করি, সরকার আন্তরিকভাবে চাইলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব। তবে আমাদের প্রত্যাশা দুর্নীতি সম্পূর্ণ বন্ধ হোক। দুর্নীতির দায়ে অতীত, বর্তমানে কোন প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের শাস্তি হয়েছে তেমনটা বেশি চোখে পড়ে না। তবে দুই একটি প্রতিষ্ঠান প্রধান যারা দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুতির মতো শাস্তি পেয়েছেন তা হয় রাজনৈতিক কারণে নতুবা ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে লেনদেনের বনিবনা না হওয়ার কারণে।

যুগ যুগ ধরে শিক্ষকদের কাছে ছাত্রছাত্রী অভিভাবকরা এক প্রকার জিম্মি হয়ে আছে। স্কুলের [illegible]

কল্পনাও করা যায় না। মূল কারণ একটাই স্কুলে যথাযথ পড়ালেখা হয় না। শিক্ষকরা যেন নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ক্লাসে মনোযোগী না হয়ে টিউশনি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। যার নেতিকবাচক প্রভাব সমগ্র জাতিকে বহন করতে হচ্ছে। যে ছাত্রটি খেয়ে না খেয়ে প্রাইভেট পড়ে এবং প্রাইভেট শিক্ষকের হাতে চাল কেনার টাকাগুলো তুলে দেন, সেই ছাত্রের কাছে তো আর দেশপ্রেম আশা করা যায় না। স্বাভাবিক নিয়মে ছাত্রের কাছে শিক্ষক হচ্ছে অনুকরণ ও আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে তার উল্টোটা। ক্লাসে সঠিকভাবে পড়ালেখা না হওয়ার দরুন প্রাইভেট পড়ার অর্থ জোগাড় করতে করতে ছাত্র-অভিভাবকরা আজ শিক্ষকদের প্রতি ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত। প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের দাবি এদেশের মানুষের অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। সরকার তা উপলব্ধি করে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধে গত ৪ মার্চ একটি নির্দেশপত্র জারি করেছে। নিঃসন্দেহে সরকারের সময় উপযোগী এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। কারণ অনৈতিক এই প্রাইভেট টিউশনির কারণে অভিভাবকদের বছরে শত শত কোটি টাকা অপচয় হয়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। অনেক দরিদ্র [illegible]

লক্ষ্য করলাম শিক্ষক সংগঠনগুলো কীভাবে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। একজন শিক্ষক নেতা তো প্রিন্ট মিডিয়ার নিকট টিউশনি বন্ধে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে বক্তব্য দিয়েছেন। একজন সচেতন শিক্ষক নেতার কাছে এ ধরনের বক্তব্য আমরা আশা করি না। শিক্ষকরা টিউশনি বন্ধ করে ক্লাসে মনোযোগী হবে। ছাত্রছাত্রীরা মেধাবী, দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের মানুষ একটি সৎ চিন্তা চেতনাশীল শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সঙ্গত কারণেই শিক্ষক নেতাদের কাছে এমনটা আশা করতে পারি। শিক্ষা মানুষকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, সেখানে প্রতিনিয়ত ঘাটে-অঘাটে নানা ঘাটে সংবাদপত্রের পাতা খুলতেই শিক্ষকদের নৈতিক অবক্ষয়ের সংবাদ দেখা যায়। শিক্ষক নেতাদের তা উপলব্ধি করে শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই তো শিক্ষক সংগঠনের মৌলিক কাজ বলে মনে করি। শিক্ষকরা যদি নিজেদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করে সৎ আদর্শে আলোকিত হয়, তো সমাজের দায়বদ্ধতার কারণেই শিক্ষকদের

যেহেতু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাই সরকারের এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আমি দুই একটি প্রস্তাব দিতে চাই। (১) প্রধান শিক্ষকদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। এক বছরের বেশি তাদের একটি প্রতিষ্ঠানে রাখা যাবে না। বদলির সময় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পরিষদের কাছে হিসাব-নিকাশসহ যাবতীয় চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে এবং ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। বদলির ব্যবস্থাটি কার্যকর করা হলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক চাকরি বাঁচানোর তাগিদেই কোন প্রধান শিক্ষক দুর্নীতি করবে না বলে মনে করি। (২) সরকার যেহেতু শিক্ষকদের ১শ' ভাগ বেতন দেয়, প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিং, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ সব অবকাঠামো তৈরি করে দেয়, ফলে ছাত্রদের দেয়া সেশনচার্জ, বেতন, পরীক্ষা ফিসহ প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি ফান্ডে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু সরকার কর্তৃক চক, ডাস্টার সরবরাহ করলেই হবে। প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি ফান্ডে জমা হলেই শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি বন্ধ হবে। কারণ যত দোষ নন্দ ঘোষ। (৩) টিউশনি বন্ধ করতে হবে। প্রতি ক্লাসের সময় মাধ্যমিক স্কুলে এক ঘণ্টা করতে হবে। (৪) পড়ালেখার মান সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য সরকারি সংস্থার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে সৎ, শিক্ষিত, শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ১শ' টাকার পরিবর্তে শিক্ষকদের সম্মানজনক বাড়ি ভাড়া দিতে হবে। যা দিয়ে এদেশে অন্তত একটি সাধারণ বাসা ভাড়া পাওয়া যায়।

আরেকটি বিষয় যদিও অপ্রিয় তবুও বলা দরকার যে, যুগের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রদের সঙ্গে প্রবীণ শিক্ষকদের কোথায় যেন একটি জেনারেশন গ্যাপ হচ্ছে। এ বিষয়টি সরকারকে সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে হবে ও তার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ